দৈনিক ইত্তেফাক
THE DAILY ITTEFAQ
প্রতিষ্ঠাতা ঃ তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

জুলাই ২০, ২০০৯, সোমবার : ৫ শ্রাবণ, ১৪১৬

দুর্যোগ মোকাবিলায় ৮ হাজার কোটি টাকার সহায়তা চেয়েছে সরকার

বিদেশী কূটনীতিক, মিশন প্রধান ও দাতা প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক

।। ইত্তেফাক রিপোর্ট ।।

দুর্যোগ মোকাবেলায় দীর্ঘ মেয়াদী ও স্থায়ী অবকাঠামো গড়ে তুলতে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাছে ১১৪ কোটি ৯০ লাখ ডলার বা প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা সহায়তা চেয়েছে সরকার। এই অর্থ দিয়ে উপকূলের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে স্থায়ী অবকাঠামো গড়ে তোলা হবে।

বাংলাদেশে অবস্থিত সকল বিদেশী মিশন প্রধান, হাইকমিশনার, রাষ্ট্রদূত, দাতাদের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে পররাষ্ট্র ও খাদ্যমন্ত্রী যৌথভাবে এই সহায়তা চান। রবিবার খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে দুই মন্ত্রণালয় যৌথভাবে কূটনীতিকদের নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে সহায়তা চাওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও এবিষয়ে সরকারের কর্মকান্ড তুলে ধরা হয়। দেশের দুর্যোগের ভিডিও চিত্র দেখানো হয় এবং প্রত্যেককে লিখিতভাবে ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ দেয়া হয়।

সম্প্রতি দেশের দক্ষিণ উপকূল দিয়ে বয়ে যাওয়া আইলার ক্ষয়ক্ষতিকে সামনে রেখে এই সহায়তা চাওয়া হয়। বৈঠক শেষে খাদ্যমন্ত্রী ড. আব্দুর রাজ্জাক ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডা. দিপু মনি সাংবাদিকদের বৈঠকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত করেন।

কূটনীতিক ও ঋণদাতা সংস্থার প্রতিনিধিরা তাদের নিজস্ব পরিমন্ডলে আলোচনা করে কি পরিমাণ সহায়তা দেয়া যায় তা পরে জানাবেন বলে জানিয়েছেন। তারা বলেন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিকভাবে সমন্বিত পদক্ষেপ নিতে হবে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমন্বয় এবং বাংলাদেশের আন্ত:মন্ত্রণালয় সমন্বয় করতে হবে। পানি সম্পদ ব্যবহারে আরো দক্ষ হতে হবে। এই খাতে বরাদ্দ আরো বাড়াতে হবে। তবে সিডরের সময় যে সহায়তা বাংলাদেশকে দেয়া হয়েছে তা ঠিকমতো খরচ করা হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন তারা।

কূটনীতিকদের কাছে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয়। প্রথম ৬ মাসে উপকূলের মানুষদের সরিয়ে নেয়ার জন্য ১ কোটি ২০ লাখ ডলার চাওয়া হয়েছে। গৃহহীনদের জন্য গুচ্ছগ্রাম করতে ৪৩ কোটি ৫০ লাখ ডলার, ভেঙ্গে যাওয়া ঘর মেরামত করতে ৩৮ কোটি ১০ লাখ ডলার, ভেঙ্গে যাওয়া বাঁধ মেরামত করতে ৬ কোটি ২০ লাখ ডলার, মানুষের জীবনযাত্রায় স্বাভাবিক গতি ফিরিয়ে আনতে ৫ কোটি ৬০ লাখ ডলার, সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণে ২০ কোটি ডলার এবং পানি সরবরাহ পদ্ধতি মেরামত করতে ৩০ লাখ ডলার চাওয়া হয়েছে।

মোট ৮১৬টি সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণের কথা বলা হয়েছে। প্রতিটির জন্য খরচ ধরা হয়েছে ২৪ লাখ ডলার। সাইক্লোন সেন্টারের মধ্যে ২০০টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এবং বাকী ৬১৬টি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় করার কথা বলা হয়েছে।

বাংলাদেশে ১৯৭০ সাল থেকে এ পর্যন্ত বিভিন্ন ঘূর্ণিঝড় ও দুর্যোগে ৬ লাখ ২৫ হাজার ৫৩২ জন মানুষ মারা গেছে বলে

কূটনীতিকদের জানানো হয়। এরমধ্যে আইলায় ১৯০ জন ও সিডরে ৩ হাজার ৪০৬ জন মারা গেছে। আইলায় ১১টি জেলায় ৭ হাজার ১০৩ জন আহত হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে ৩ কোটি ৯২ লাখ ৮ হাজার ২৩৮ জন মানুষের উপর। সম্পূর্ণ ঘর ভেঙ্গেছে ২ লাখ ৪৩ হাজার। সম্পূর্ণ বাঁধ ভেঙ্গেছে ২১৩ কিলোমিটার, ৭৭ হাজার একর জমির ফসলের সম্পূর্ণ ড়্গতি হয়েছে। ২ হাজার ২০০ কিলোমিটার সম্পূর্ণ রাস্তা ভেঙ্গে গেছে। ব্রীজ-কালভার্ট নষ্ট হয়েছে ১৫৭টি। ৪৪৫টি বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান নষ্ট হয়ে গেছে। প্রতিটি ড়্গেত্রে আংশিক ড়্গতির পরিমাণ আরো বেশি।

জরম্নরী ভিত্তিতে সরকার ঘর বানানো ও ত্রাণ হিসাবে ১ কোটি ৬০ লাখ ৯৫ হাজার ডলারের সমপরিমাণ অর্থ আইলার জন্য খরচ করেছে।

খাদ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে দীর্ঘস্থায়ী সমাধানের জন্য সহায়তা চাওয়া হয়েছে। উপকূলে গুচ্ছগ্রাম করা হবে বলে তিনি জানান। বিদেশী যে সহায়তা আসবে তা ঠিকমতো ব্যবহার করা হবে বলে তিনি কূটনীতিকদের জানিয়েছেন। সিডরে ড়্গতিগ্রস্তদের সহায়তার জন্য দেয়া প্রতিশ্রম্নত অর্থও এখনো অনেক দেশ দেয়নি বলে খাদ্যমন্ত্রী এক প্রশ্নের জবাবে সাংবাদিকদের জানান। তিনি বলেন, বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেশি হচ্ছে। বাংলাদেশেও এর তীব্রতা বাড়ছে। সম্প্রতি আইলাতে আমাদের ব্যাপক ড়্গতি হয়েছে। সরকার সাধ্যমতো এই দুর্যোগ মোকাবেলায় কাজ করেছে। বিদেশী সহায়তা বিষয়ে তিনি বলেন, বার বার ত্রাণ চাওয়া সম্মানজনক নয়। নিজেদের সম্পদ দিয়ে দুর্যোগ মোকাবেলার চেষ্টা করা হয়েছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ও দাতা গোষ্ঠীর মধ্যে সমন্বয় দরকার। বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনে যে বিরূপ প্রভাব পড়বে তা আগামী কোপেন হেগেনের বিশ্বসম্মেলনে উপস্থাপন করা হবে।

বৈঠকে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত জেমস এফ মরিয়ার্টি, বৃটিশ হাইকমিশনার স্টিফেন ইভেন্স, জাপান এম্বাসিডর মাসউকি ইনোউ, ফ্রান্স, সৌদিআরব, কোরিয়া, বিশ্ব ব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), ইউনিসেফসহ বিভিন্ন মিশনের প্রতিনিধিরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

This page has been printed from the web site of The Daily Ittefaq (www.ittefaq.com).
URL: http://www.ittefaq.com/content/2009/07/20/news0641.htm

দৈনিক ইত্তেফাক

The Daily Ittefaq - Established: 24th December, 1953.
সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি: মইনুল হোসেন। সম্পাদক ঃ রাহাত খান। ইত্তেফাক গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স লিমিটেড-এর পক্ষে সাজ্জু হোসেন কর্তৃক নিউ নেশন প্রিন্টিং প্রেস, ১নং রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ঢাকা-১২০৩ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। ফোন ঃ পিএবিএক্স-৭১২২৬৬০। ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৭১২২৬৫১-৫৩।